তারিখ ..15 JUN 2016...
পৃষ্ঠা ...২৮... কলাম ...২...

যুগান্তর

লালমোহনে আনন্দ স্কুলে অনিয়মের অভিযোগ

মো. জসিম জনি, *লালমোহন থেকে*

লালমোহন উপজেলায় আনন্দ স্কুলে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। একজনের সার্টিফিকেট দিয়ে অন্যজনে চাকরি করা, স্কুলে চাকরি নিয়ে ক্লাস রেখে অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি করছেন বলে অভিযোগ থাকলেও ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (টিসি) কোনো ভূমিকা না নিয়ে উল্টো সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। শিশুদের পোশাক নিয়েও বাণিজ্যের শেষ নেই। পোশাকের ঠিকাদারি নিজেই করতে শিক্ষকদের চাপ দিয়ে বিলের চেক জমা রাখছেন তিনি। জানা গেছে, লালমোহন সিকদার বাড়ি দরজা আনন্দ স্কুলের শিক্ষক বনি আমিন এই স্কুলের চাকরি নিয়ে সে উপজেলা বিআরডিবি অফিসেও চাকরি করে। আর স্কুলের ক্লাস না করে নিয়মিত বিআরডিবি অফিসে বসে থাকে এবং আনন্দ স্কুলের টিসি সোহেল আজমের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলে অনিয়মের নৈপথ্য হিসেবে কাজ করে বনি আমিন। ৩০ জুনের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার নির্দেশ থাকলেও টিসি লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের কয়েকটি বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি দিয়ে বাকি বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি দিতে বনি আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাকের টাকা বরাদ্দ হলেও টিসি সোহেল আজম পোশাক তৈরির ঠিকাদারি নিজেই করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাপ দিচ্ছেন। বিদ্যালয়ের নামে পৃথক পৃথক পোশাকের টাকা বরাদ্দ এবং স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পোশাক তৈরি করে নিশ্চিত করার কথা থাকলেও টিসি সোহেল আজম তার পূর্বের টিসির দেখানো পথাবলম্বন করে নিজেই ঢাকা থেকে পোশাক তৈরি করে লাভের টাকা টিসিসহ কয়েকজন শিক্ষক ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এজন্য অফিসে বসে শিক্ষকদের মাসিক বেতনের চেক আটকে রেখে পোশাকের বিল টিসির কাছে জমা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া সামছুদ্দিন মিয়া বাড়ির দরজার আনন্দ স্কুল এর শিক্ষক মো. সোহাগ মাসের বেশির ভাগ সময় ঢাকা থাকে। বাকি সময় মঙ্গলসিকদার বাজার টিনের দোকানে দোকানদারি করে। পণ্ডিত বাড়ির দরজা আনন্দ স্কুল সব সময় বন্ধ থাকে। অথচ বেতন নিচ্ছে ওই স্কুলের শিক্ষিকা সুলতানা রাজিয়া। এ বিষয়ে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারকে জানিয়েছেন। টিসি সোহেল আজম এসব ব্যাপারগুলো জেনেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। মফিজউদ্দিন হাওলাদার বাড়ি আনন্দ স্কুল দরবেশ আলী ব্যাপারী বাড়ি আনন্দ স্কুল আলতাফ হোসেন ব্যাপারী বাড়ি আনন্দ স্কুল বন্ধ রয়েছে তারা টিসির সহায়তায় বেতনসহ সব সুবিধা ভোগ করছে। লালমোহন উপজেলায় প্রথম সাময়িক পরীক্ষা মাত্র ৬০-৭০টি বিদ্যালয়ে নিয়েছে, বাকি স্কুলগুলো পরীক্ষা নেয়নি। এই উপজেলায় প্রায় ২০ জন শিক্ষক ভুয়া সনদ দিয়ে আনন্দ স্কুলে চাকরি করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। যার সহযোগিতা করছে টিসি। এ বিষয়ে আনন্দ স্কুলের টিসি সোহেল আজম জানান, ঠিকমতো ক্লাস হয় না ও অনিয়মের কারণে কিছু স্কুল ভিজিট করে সত্যতা পেয়ে তার মধ্যে ৪টি বিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। বনি আমিনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাকে বাদ দেয়ার রেজুলেশন দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পোশাক তৈরি নিয়ে তিনি বলেন, পোশাক তৈরিতে ক্রয় কমিটি করা হয়েছে। এ কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন ইউএনও। পোশাক নিয়ে বিভিন্ন অনিয়ম করার কারণে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগে স্কুল থেকে নিজেরা পোশাক তৈরি করায় মান ভালো হতো না।

> একজনের সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করেন অন্যজন